বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 58617908, 9615576

স্মারক নং- ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০২.২০-৫০১

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ / ০৮ ডিসেম্বর, ২০২০

বিষয়: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পত্র এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় পালন প্রসঙ্গে

সূত্র: ১) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০৭.২০.৭৯৩; তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০২০
২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০৭.২০২০-৭৭; তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকদ্বয়ের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পত্র এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লিখিত স্মারকদ্বয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ যথাযথভাবে পালনের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহের অধ্যক্ষ/সুপার ও পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ করা হলো।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১৩ (তের) পৃষ্ঠা।

০৮.১২.২০২০

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
রেজিস্ট্রার
ফোন: ০২-৯৬১২৮৫৮
ইমেইল- registrar@bmeb.gov.bd

প্রাপক: অধ্যক্ষ/সুপার, সভাপতি ও পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সকল স্তরের মাদ্রাসা

স্মারক নং- ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০২.২০-৫০১(৮)

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ / ০৮ ডিসেম্বর, ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক (সকল);
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল);
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল);
৫. প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (পত্রটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও বহুল প্রচারের অনুরোধ সহ);
৬. সদস্যবৃন্দ-গভার্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/ এডহক কমিটি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সকল মাদ্রাসা;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

৮/১২/২০২০

(মোঃ ওমর ফারুক)
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
ইমেইল- dradmin@bmeb.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০৭.২০.৭৯৩

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪২৭
০৮ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: **১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০৭.২০২০-৭৭; তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে সভায় আলোচনা পর্যালোচনা শেষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়:

(ক) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা আয়োজন করতে হবে।

২। এমতাবস্থায়, ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার উল্লিখিত জাতীয় কর্মসূচির বিষয়ে সংযুক্ত পত্রের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র ১১ (এগারো) পাতা।

৯-১০-২০২০
মীর জাহিদ হাসান
যুগ্মসচিব
ফোন: ০২-৪১০৫০১৩০
ইমেইল: jstmed7@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) , মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
৫) পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

একাডেমী (নেকটার), বগুড়া
৬) অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০৭.২০.৭৯৩/১

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪২৭
০৮ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

৯-১০-২০২০
মীর জাহিদ হাসান
যুগ্মসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ **১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীঃ**

সভাপতি	:	আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময়	:	২৬ জুলাই, ২০২০ দুপুর ১২-০০ টা।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব তপন কান্তি ঘোষ ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দিন যা এক মর্মস্পর্শী বেদনার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথিতযশা ও খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্বিচারে হত্যা করে দেশকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তাঁদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণে রেখে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালনের উদ্দেশ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় মন্ত্রী, জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হককে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

০২। এ পর্যায়ে সভাপতি জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি বেদনাদায়ক দিন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। ১৪ ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম এক বর্বর ঘটনা, যা বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষকে স্তম্ভিত করেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যখন নিশ্চিত, ঠিক তখনই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এসব শহিদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণে রেখে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

০৩। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ জাতীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। ভার্চুয়াল সভায় উপস্থাপিত জাতীয় কর্মসূচির প্রতিটি এজেন্ডার উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত আহবান করা হয়। সম্ভাব্য কর্মসূচির বিষয়ে ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন (সংযোজনী-ক)।

অপর পৃষ্ঠা-০২ দ্রষ্টব্য

০৪। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে সভায় আলোচনা পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়ঃ

ক্রমিক	তারিখ ও সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	১৪-১২-২০২০	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পত্রিকায় প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০২।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.০৫ টা	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৩।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.০৬ টা	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৪।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.২২ টা	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট/প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/গণপূর্ত অধিদপ্তর/ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
০৫।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৮.৩০ টা	রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ডিএমপি, ঢাকা/গণপূর্ত অধিদপ্তর/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট/প্রশাসক, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল।
০৬।	১৪-১২-২০২০	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসন (সকল)/উপজেলা প্রশাসন (সকল)।

০৫। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিম্নরূপ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের ক্রমধারা (সিকোয়েন্স) চূড়ান্ত করা হয়ঃ

ক্রমিক	তারিখ ও সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৬.৫৫ টা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০২।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.০০ টা	মহামান্য রাষ্ট্রপতির আগমন।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৩।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.০৫ টা	মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ/ গার্ড অব অনার প্রদান।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
০৪।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.০৬ টা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ/ গার্ড অব অনার প্রদান।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
০৫।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.১৫ টা	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রস্থান।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৬।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.২০ টা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৭।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৭.২২ টা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী (উপস্থিত শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণসহ) কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৮।	১৪-১২-২০২০ সকাল-৮.৩০ টা	সর্বসাধারণের জন্য স্মৃতিসৌধ উন্মুক্ত করণ।	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

অপর পৃষ্ঠা-৩ দ্রষ্টব্য

০৬। উপরোল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন করবে।

০৭। আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের জাতীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ২টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ঃ

<u>(ক) ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে সমন্বয় কমিটিঃ</u>

১।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
২।	স্থানীয় সরকার বিভাগ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	বিদ্যুৎ বিভাগ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	ডিএমপি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	গণপূর্ত অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
১৫।	ডেসকো এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৬।	ডিপিডিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৭।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০।	প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য
২১।	শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
২২।	বাংলাদেশ স্কাউটস এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৩।	উপসচিব (প্রশাসন-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

অপর পৃষ্ঠা-৪ দ্রষ্টব্য

(খ) ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

০১।	কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (আহবায়ক এর প্রতিনিধি সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন)	-	আহবায়ক
০২।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৩।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৪।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৫।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৬।	এসএসএফ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৭।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৮।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৯।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের একজন সদস্য	-	সদস্য
১৪।	বাংলাদেশ স্কাউটস এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

০৮। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত:- ২৫/০৮/২০২০

আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক, এমপি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয় মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০৭.২০২০-৭৭

তারিখ: ০২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

০২। সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী/নৌ-বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী/বিমান বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-৫ দ্রষ্টব্য

০৩। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা/ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পরিকল্পনা বিভাগ/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা/প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

০৫। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অর্থ বিভাগ/কৃষি মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা/ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা/শিল্প মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/যুব ও ক্রীড়া/ রেলপথ মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলি-যোগাযোগ বিভাগ/ বস্ত্র ও পাট/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/খাদ্য মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ/ বিদ্যুৎ বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ সমাজ কল্যাণ/ ধর্ম বিষয়ক/ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন/স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ,আগারগাঁও/ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ তথ্য/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা/ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ/আইন ও বিচার বিভাগ।

০৬। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৭। এডজুট্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

০৮। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর, ঢাকা/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা(এনএসআই), ঢাকা।

০৯। জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

১০। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা/আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা/কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা

১১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল বিভাগ)।

১২। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।

১৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১৬। মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।

১৭। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ টেলিভিশন, রমনা/বাংলাদেশ বেতার, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

১৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা।

১৯। প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা।

২০। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা/বিএনসিসি, উত্তরা, ঢাকা।

২১। কারা মহা-পরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২। জেলা প্রশাসক, (সকল জেলা)।

২৩। পুলিশ সুপার, ঢাকা।

২৪। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা/ট্রাস্টি,মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর,আগারগাঁও, ঢাকা/নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা।

২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৬। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল উপজেলা)।

২৮। জনাব.. শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্য।

১৭/১২/২০২০

(মোঃ জাহঙ্গীর হোসেন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
টেলিফোন-৯৫৭৮৬৪৮
info.molwa@yahoo.com

অপর পৃষ্ঠা-৬ দ্রষ্টব্য

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০৭.২০২০-৭৭

তারিখ: ০২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সিনিয়র তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (সকল) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (সকল) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। অফিস কপি।

১৭/৯/২০২০

(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

সংযোজনী-ক

৩.১। আলোচনাঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশঃ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, গত বছরও জাতীয় কর্মসূচির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এবছরও এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাণী সংগ্রহ করে যথাসময়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বেতার, বিটিভিসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

৩.১.১: মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী যথাসময়ে প্রণয়নসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর;

৩.১.২: শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্য এবং মর্মার্থ তুলে ধরে বাংলাদেশ বেতার, বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

৩.২। আলোচনাঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানঃ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং উক্ত অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানের সময়সূচি নিয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি জানান যে, পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের সময়সূচি বরাবরের ন্যায় এবারও সকাল ৭.০৫ টা নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। তিনি জানান, এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি কামনা করে সার-সংক্ষেপ পাঠাতে হবে। সভায় মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানটি বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যগণের জন্য পুষ্পস্তবক প্রস্তুত রাখতে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে (আরবরি কালচার) অনুরোধ জানানো হয়। সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

৩.২.১: সভায় আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদানের সময়সূচি বরাবরের ন্যায় এবারও সকাল ৭.০৫ টা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন সাপেক্ষে এই সময়সূচি কার্যকর করা হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২.২: মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

অপর পৃষ্ঠা-৮ দ্রষ্টব্য

৩.৫। **আলোচনাঃ মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের সংস্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাঃ**

সভায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার লক্ষ্যে মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে প্রয়োজনীয় সংস্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ, মিরপুর মাজার রোডের রাস্তা থেকে স্মৃতিসৌধে প্রবেশ পথের দুপাশের স্তম্ভে এবং পার্শ্ববর্তী স্থাপনার দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার/লিফলেট পরিষ্কার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাসময়ে সংস্কার কাজ শেষ করার অনুরোধ জানানো হয়। দিবসের আগের দিন যেন স্মৃতিসৌধের রং এর কাজসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার করা না হয় এ বিষয়ের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সকল সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার উপর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানটি শীতকালে হওয়ায় ঐ সময় বেদীতে অনেক কুয়াশা পড়ে এবং স্থাপনাটি পুরাতন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার না হওয়ায় বেদীর সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল হয়ে যায় বিধায় দুর্ঘটনা এড়াতে বেদীর সিঁড়িগুলো শুকনো রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৩.৫.১: মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় বেদীর সিঁড়িগুলো শুকনো রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৩.৫.২: মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের প্রবেশ পথের দুপাশের স্তম্ভ ও পার্শ্ববর্তী স্থাপনার দেয়ালের পোস্টার অপসারণসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার, রং করা, মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ যথাসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৩.৫.৩: মাজার রোডসহ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের সকল প্রবেশ পথ/সড়ক যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৩.৫.৪: শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের সংস্কার কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৩.৬। **আলোচনাঃ মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের পুকুর এবং ২জন বীরশ্রেষ্ঠ এর সমাধি সংস্কারসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাঃ**

সভায় মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুকুর এবং ২জন বীরশ্রেষ্ঠ এর সমাধি সংস্কারসহ অন্যান্য শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নাম ফলক স্থাপন এবং কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠানের দিন মোবাইল টয়লেট স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাসময়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৯.০১: স্মৃতিসৌধ এলাকায় অবস্থিত পুকুর এবং ২জন বীরশ্রেষ্ঠ এর সমাধি সংস্কারসহ অন্যান্য শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সমাধিতে নাম ফলক স্থাপন এবং সমাধিস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৩.৬.১: মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ভিআইপি প্রক্ষালন কক্ষটি পরিষ্কার করাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

অপর পৃষ্ঠা-১০ দ্রষ্টব্য

৩.২.৩: মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.২.৪: গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন আরবরি কালচার বিভাগ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুষ্পস্তবক যথারীতি প্রস্তুত পূর্বক এসএসএফ এর নিকট যথাসময়ে হস্তান্তর করবে এবং মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের জন্য প্রস্তুতকৃত ০৪টি পুষ্পস্তবক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-১) এর নিকট হস্তান্তর করবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৩.৩। <u>আলোচনাঃ</u> **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণঃ**

সভায় জানানো হয় যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং হুইল চেয়ারধারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে থাকেন। এসময় আগত স্মৃতিসৌধ এলাকায় অপেক্ষমান জনসাধারণকে প্রবেশে বিরত রাখার বিষয়ে অধিকাংশ সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি স্মৃতিসৌধ এলাকায় অপেক্ষমান জনসাধারণকে সকাল ৮.৩০ টা পর্যন্ত স্মৃতিসৌধে প্রবেশে বিরত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

৩.৩.১: মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে স্মৃতিসৌধ এলাকায় অপেক্ষমান জনসাধারণকে সকাল ৮.৩০ টা পর্যন্ত প্রবেশ হতে বিরত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

৩.৪। <u>আলোচনাঃ</u> **শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জেলা/উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজনঃ**

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিকদের ধরে নিয়ে তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বর ঘটনা, যা বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষকে স্তম্ভিত করেছিল। জেলা/উপজেলায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান/আলোচনা সভার আয়োজন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় যথাসময় এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৩.৪.১: শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

৩.৭। আলোচনাঃ দিবসটির সার্বিক নিরাপত্তাঃ

সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা হয়। শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্য, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আগমন এবং অবস্থানকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ডিএমপি'কে অনুরোধ জানানো হয়। ডিএমপি এর প্রতিনিধি জানান যে, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষ্যে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমির নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। এছাড়া, স্মৃতিসৌধ এলাকায় জেনারেটর স্থাপনসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দিবসটিতে ভিভিআইপি আগমন ও প্রস্থানের সময় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৩.৭.১: শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যগণের মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে প্রবেশের ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য তাদের তালিকা ডিএমপি, এসবি ও এসএসএফকে প্রদান করতে হবে। আমন্ত্রিত শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যগণকে প্রয়োজনে এসবি পাস প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও ডিএমপি, ঢাকা।

৩.৭.২: শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করণের জন্য জেনারেটর স্থাপনসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত জেনারেটর এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি)।

৩.৭.৩: মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আগমন, অবস্থান এবং প্রস্থানকালীন সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের সড়কসমূহের ট্রাফিক ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।

৩.৮। আলোচনাঃ মাইকের ব্যবহার না করাঃ

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন এবং দিবসের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মাইকের ব্যবহার না করার জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এলাকায় মাইক/লাউড স্পীকার ব্যবহার বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৩.৮.১: অনুষ্ঠানস্থলে লাউড স্পীকার/শব্দযন্ত্র ব্যবহার না করা এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে নিকটস্থলে মাইক/লাউড স্পীকার ব্যবহার না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও ডিএমপি, ঢাকা।

৩.৯। আলোচনাঃ রায়ের বাজার বধ্যভূমিঃ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়ে থাকে। তৎপ্রেক্ষিতে রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার/রং করণ/পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ প্রয়োজন। স্মৃতিসৌধটি আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। স্মৃতিসৌধটি এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটির ভাবগাম্ভীর্য বজায় থাকে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৩.৯.১: রায়ের বাজার বধ্যভূমির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৩.৯.২: যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আগত ব্যক্তি/সংগঠন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যেন শ্রদ্ধা জানাতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ডিএমপি, ঢাকা।